নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৯.২৫-৪০২

তারিখঃ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

পরিপত্র-৪

বিষয় : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল, প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধ, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহারের বাধা নিষেধ, সম্ভাব্য তহবিলের উৎস দাখিল না করার অপরাধে শাস্তি এবং নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নির্বাচনি ব্যয় ও প্রচারণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। নির্দেশনা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ পরিপত্রে উল্লিখিত কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

২। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর ২৯ বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থী 'ফরম ২০' এ মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উল্লেখ থাকতে হবে, যেমন:

(ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করা বা তাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাদের আয়ের উৎস;

(গ) কোন ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করা বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস্য হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ ৪৪কক (১) অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট দফায় "আত্মীয় -স্বজন" বলতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং বোন বুঝাবে।

৩। প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তাঁর বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে তার সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তার বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী নির্ধারিত 'ফরম-২১' এ মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে এবং তার সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের অনুলিপিও উক্ত বিবরণীর সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪। তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং সম্পদ দায়ের বিবরণী ও রিটার্নের অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্নের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উল্লিখিত বিবরণী এবং রিটার্নের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৫। সম্পূরক বিবরণী দাখিল: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের (৪) দফা অনুসারে দাখিলকৃত 'ফরম-২০' এ বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনি রিটার্নের সাথে উক্তরুপ প্রাপ্ত অর্থ এবং যে উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হয়েছেন তা উল্লেখপূর্বক একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উক্ত সম্পূরক বিবরণীর অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করতে হবে।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৬। **প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধ:** কোন প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের পরিমাণ, ব্যক্তিগত খরচ, রাজনৈতিক দল কর্তৃক খরচ, অর্থ ব্যয়ের ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে দেয়া হলো:

(১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অর্থের সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কোন নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন না।

(২) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ অনুচ্ছেদের (২)(আ) দফা অনুসারে নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন ব্যক্তি উক্ত লিখিতভাবে নির্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ মনোহারী সরঞ্জাম, ডাকমাশুল, টেলিগ্রাফ ও অন্যান্য খুচরা ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৩) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ (৩) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়, তাহাকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দল কর্তৃক তাহার জন্য কৃত ব্যয়সহ ভোটার প্রতি ১০ (দশ) টাকা হারে অথবা মোট পঁচিশ লক্ষ টাকা যাহা সর্বোচ্চ তাহার অধিক হইবে না। উক্ত অনুচ্ছেদের (৩ক) দফায় উল্লেখ রয়েছে যে, নির্ধারিত উক্ত অর্থ এবং এর অংশবিশেষ নিম্নলিখিত কোন কাজের জন্য খরচ করা যাবে না:

(ক) পোস্টার ছাপানো;

(খ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত আকার অপেক্ষা বড় আকারের অথবা একাধিক রঙের ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ছাপানো;

(গ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল স্থাপন;

(ঘ) কোন নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে সাধারণ প্রচারে ০৩ (তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার;

(ঙ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার একক কোনো জনসভায় একইসঙ্গে ০৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার, তবে সাধারণ প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(চ) ভোটগ্রহণের দিনের ০৩(তিন) সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ে যে কোন উপায়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ছ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে বা প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ;

(জ) ভোটারদের কোন প্রকারের আপ্যায়ন করা;

(ঝ) শোভাযাত্রা বা মিছিল করার জন্য স্থলযান বা জলযান যথাঃ- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল ও স্পীডবোট ব্যবহার;

(ঞ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য কোন ধরনের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা;

(ট) বিদ্যুৎ এর সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জাকরণ;

(ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বড় আকারের প্রতীক বা প্রতিকৃতি প্রদর্শন;

(ড) নির্বাচনি প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে কোন কালি বা রং বা তুলি বা যে কোন কিছুর দ্বারা কোন লিখন বা এ জাতীয় কোন লিখন বা বিজ্ঞাপন ব্যবহার;

(ঢ) নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণি ব্যবহার;

(ণ) ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি ছাউনি স্থাপন।

৭। **লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহার:** সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর ৭ বিধি অনুযায়ী নির্বাচনি প্রচারণায় কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কার্যক্রম করতে পারবেন না:

(ক) কোন প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাইবে না;

(খ) অপচনশীল দ্রব্য (যেমন-রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন উপাদানে তৈরি কোন প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার) ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্যকোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোন দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা, অটোরিক্সা, লেগুনা, ট্যাক্সি, বেবিটেক্সি বা অন্য কোন যানবাহনে কোন প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটাইতে পারিবে না।

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার, বিলবোর্ড ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার, বিলবোর্ড টাঙ্গানো বা লাগানো যাইবে না এবং উক্ত ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথ্য বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না:

(ঙ) ইলেকট্রোনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হইবে। ব্যানার আয়তনে অনধিক ১০ (দশ) ফুট × ৪ (চার) ফুট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আয়তনে অনধিক A4 সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি x ১১.৬৯ ইঞ্চি) এবং ফেস্টুন আয়তনে অনধিক ১৮ ইঞ্চি × ২৪ ইঞ্চি হইবে। ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না;

(চ) উপবিধি (৫) এ যাহাই কিছু থাকুক না কেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে, সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে ছাপাইতে পারিবেন। উল্লিখিত ছবি Portrait আকারে হইতে হইবে এবং উহা কোন অনুষ্ঠান ও জনসভায় নেতৃত্বদান বা প্রার্থনারত অবস্থা বা ভঙ্গিমায় ছাপানো যাইবে না;

(ছ) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন "৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার" এর অধিক হইতে পারিবে না;

(জ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না;

(ঝ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঞ) ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ এবং প্লাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।

৮। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎস এবং নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী লংঘনের অপরাধ ও শাস্তি: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের অধীন প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কতিপয় বিধান যেমন নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ, নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম ইত্যাদি বিধান লংঘন করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠিত হবে। অপরপক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪খ অনুচ্ছেদের (৩ক) ও (৩খ) দফার কোন বিধান লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত (৩) দফায় উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নির্বাচনি খরচ বলে গণ্য হবে এবং তা অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর লংঘন বলে গণ্য হবে। ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক, ৪৪খ বা ৪৪গ এর বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল না করলে অথবা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ফলাফল প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে না করলে বা এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিপালন না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

৯। সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক অনুচ্ছেদের অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে বা ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান যেমন-নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ করা, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রম বা কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করলে অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন না করলে দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে।

১০। নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮৭ক এর দফা (১) অনুসারে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোন সদস্য, যখনই বা যেখানেই তিনি এতদসম্পর্কে জানতে পারেন বা তার নজরে আসে তখন এবং সেইখানেই নিম্নলিখিত বস্তু বা কার্যক্রম অপসারণ করবেন বা অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দিবেন-

(ক) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত আকার হইতে বড় আকারের প্রার্থীর কোন পোস্টার, প্রতিকৃতি বা প্রতীক;

(খ) কোন প্রার্থীর জন্য তৈরি ফটক বা তোরণ বা ঘেরা;

(গ) ৪০০ (চারশত) বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্রার্থীর প্যান্ডেল;

(ঘ) কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে সাধারণ প্রচারে ০৩ (তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার;

(ঙ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার একক কোনো জনসভায় একইসঙ্গে ০৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার, তবে সাধারণ প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে অথবা কোন পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোনো ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস; অথবা কোনো নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস;

(ছ) নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিদ্যুৎ এর সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জা;

(জ) কোন প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞাপনের পন্থা হিসেবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন বা জলযানে, অথবা বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নয় এই প্রকার যে কোন স্থানে, অংকিত, লিখিত বা চিত্রাঙ্কিত প্রচারণা।

১১। নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮৭ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আইনের উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয়ভাবে প্রচারণা চালানোর জন্য অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ গ্রহণ: আচরণ বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পূর্ব সময় বলতে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝায়। তাই নির্বাচনপূর্ব সময়ে প্রার্থীকে বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে আচরণ বিধিমালার বিধানাবলী অবশ্যই কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। সম্ভাব্য সকল প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা কঠোরভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন হতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সাঁটানো পোস্টার তুলে ফেলাসহ উক্তরূপ যেকোন বস্তু সরিয়ে ফেলার জন্যও বলা হয়েছে।

১৩। আচরণ বিধিমালা: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য পালনীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ **(পরিশিষ্ট-০১)** এর বিধানসমূহ পরিপালন করতে হবে।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক

মোহাম্মদ মনির হোসেন
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

বিতরণঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৯.২৫-৪০২

তারিখঃ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, আপন বিভাগ/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/কোস্টগার্ড/এনটিএমসি/ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
১০. মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১৩. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৪. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, (সকল রেঞ্জ)
১৫. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৮. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, (সকল)
২০. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২১. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
২২. পুলিশ সুপার, (সকল)
২৩. উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
২৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, (সকল)
২৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুরোধসহ]
২৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৭. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৮. ..... সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২৯. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সকল)
৩০. জেলা তথ্য অফিসার, (সকল)
৩১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৪. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার (সকল)
৩৮. অফিসার ইন-চার্জ, (সকল)

১৫/১২/২০২৫

মোঃ শহিদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com